দৈনিক ইত্তেফাক

Wednesday 12 March 2008

ঢাকাঃ বুধবার ২৯ ফাল্গুন ১৪১৪

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য

ড. এম. আজিজুর রহমান

বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর ৮ম বৃহত্তম দেশ। এদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। যে সব সমস্যা বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তার মধ্যে প্রধান হলো জনসংখ্যা, অশিক্ষা ও বেকারত্ব সমস্যা। পাকিস্তান আমলে এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৫%। ইউ.এস.এইড এর অর্থায়নে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে বর্তমানে ১.৫% এ দাঁড়িয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার কম, তাদের মধ্যে কুসংস্কার বেশি, তাই জনসংখ্যা সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। সন্তানকে মূলধন হিসেবে বিবেচনা করে বিধায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তারা সচেতন নয়। অন্যদিকে শহরের লোকেরা তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত হওয়ার কারণে অর্থনীতির ভাষায় তারা সন্তানকে ব্যয়বহুল সামগ্রী হিসেবে বিবেচনা করে। এ কারণে শহরের তুলনায় গ্রামের জন্মহার বেশি। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশে মৃত্যুর হারও বেশি। যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানুষের গড় আয়ু ৭০ বছরের ওপর সেখানে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৬০ বছরের কাছাকাছি। কৃষিপ্রধান এ দেশে জনসংখ্যার ৫১% পুরুষ ও ৪৯% মহিলা। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ অপ্রতুল ও নিম্নমানের। জনসংখ্যার তুলনায় শিল্পায়ন আশানুরূপ নয়। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের অভাব বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকম অপ্রত্যাশিত বাস্তবতায় সাধারণ মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে যেখানে শিক্ষার হার প্রায় ১০০% সেখানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার মাত্র ৬৫%। নারী শিক্ষার হার আরো কম। সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ ও দক্ষ শ্রমিকের অভাবের কারণে জনবহুল দেশ হয়েও আমরা জনবলকে দেশের উন্নয়নে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে এবং দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি করে বিদেশে রপ্তানি করতে পারছি না। আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা সমান্তরাল ও আলাদাভাবে প্রচলিত আছে। প্রায় ৩০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী মাদরাসা শিক্ষায় জড়িত। প্রযুক্তিগত ও কারিগরি শিক্ষার অভাবে গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয়ে দুর্বলতার কারণে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী উৎপাদনমুখী ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে সন্তোষজনক ভূমিকা রাখতে পারছে না। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করে ঐ জনগোষ্ঠীর উৎপাদনমুখী সার্বিক কর্মকাণ্ডে দক্ষতা বৃদ্ধি করা গেলে জাতীয় উন্নয়নে তারা অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের প্রায় কমবেশি অর্ধেকের বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এসব পরিবারের সন্তানরা অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ পায় না। যারা শিক্ষার সুযোগ লাভ করে কর্মসংস্থানের পরিধি কম হওয়ায় তাদেরও বেশিরভাগ চাকরির কোন সুযোগ পায় না। কর্মসংস্থানের অভাবে দেশে দারিদ্র্য বিমোচন খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন হচ্ছে না, তারা দরিদ্রই থেকে যাচ্ছে। জাতীয় আয়ের বন্টনই হল দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান উপায়। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হারের উন্নয়নসহ যদি বিভিন্ন কারিগরি ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় অর্থাৎ সমগ্র দেশের মানুষকে যদি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায় তবে দারিদ্র্য বিমোচনসহ অনেক সমস্যারই স্বয়ংক্রিয় সমাধান হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের কৃষি [illegible] প্রান্তিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অনুৎপাদনশীল। কৃষিকাজে নিয়োজিত বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র। মূলধনের অভাব, জমি চাষের লাঙ্গল, বলদ, সার, বীজ, কীটনাশক ওষুধ ও পানি সেচের সরঞ্জামাদির অভাব, ডিজেলের মূল্যের উর্ধ্বগতি, উচ্চফলনশীল ধানের বীজের অভাব প্রভৃতি কারণে কৃষি উৎপাদন আশানুরূপ নয়। তার ওপর আবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন প্রতি বৎসর ১-২ বার বন্যা, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে কৃষিখাত-সংশ্লিষ্ট অর্থনীতি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। তাছাড়া বাংলাদেশের বেশিরভাগ চাষযোগ্য ভূমি নিচু। বন্যাজনিত কারণে এসব এলাকায় বর্ষাকালে কোন ফসলই উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। ভর্তুকি ও ঋণ সুবিধার অপ্রতুলতার কারণে অনেক সময় দরিদ্র কৃষক ঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। অধিকাংশ ব্যাংক ও আর্থিক সংস্থা কৃষি খাতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করে।

উদ্যোক্তার অভাবে বাংলাদেশের শিল্পায়ন খুবই যৎসামান্য। বিনিয়োগে অপারগতার জন্যে উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গ কোন ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে না। অনুন্নত প্রযুক্তির কারণে সামগ্রিক উৎপাদন ও মাথাপিছু উৎপাদনের হার কম। একদিকে মুদ্রাস্ফীতির কারণে সামগ্রিক চাহিদা কম। অন্যদিকে দক্ষ শ্রমিক ও অনুন্নত প্রযুক্তির কারণে উৎপাদন খরচের উর্ধ্বগতিজনিত মুদ্রাস্ফীতি জনজীবনে দুর্ভোগ বৃদ্ধি করেছে। শিল্পায়নের স্বল্পতার দরুন কর্মসংস্থান ও আনুষ্ঠানিক নিয়োগ প্রাপ্তির খাত খুবই সংকুচিত। দরকষাকষিজনিত দুর্বলতার কারণে শ্রমিকরা তাদের মজুরি বাড়াতে পারে না; তারা শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত। নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুবিধা নেই বললেই চলে। বস্ত্রখাতে কিছু নারী শ্রমিকের ভাল একটা সম্ভাবনা দেখা দিলেও কম মজুরি ও দরকষাকষির কারণে তারাও শোষিত।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। এখানে ১১৫ কোটি লোকের বসবাস। জাপান, রাশিয়ার মত রাজনৈতিক যুদ্ধের সম্ভাবনা ও প্রস্তুতি কমিয়ে ভারত অর্থনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। যেমন-দক্ষ জনগোষ্ঠী ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে চিনি উৎপাদন করে তা স্বল্পমূল্যে বাংলাদেশসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশে সরবরাহ করছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমনঃ শাড়ি, থ্রিপিস, চাল, ডাল, তৈল, মসলা ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী নৈপুণ্যের সাথে উৎপাদন এবং বাজারজাত করার কারণে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট শিল্প ও শিল্প-কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভারতের কাছে এরূপ অর্থনৈতিক যুদ্ধে পরাস্ত হওয়াও আমাদের অনুন্নয়নের একটি বড় কারণ। অনুন্নত দেশগুলোর মত বাংলাদেশেও দারিদ্র্য এবং সুশিক্ষার অভাবে মানুষের মন-মানসিকতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুন্নত। ফলে মানুষ খুব প্রতিহিংসুক হয়। প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না। দেখা যায়, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে তার সহকর্মীবৃন্দ কোন সহযোগিতা দিতে চায় না। আবার কেউ যদি ব্যবসায় বাণিজ্যে ভাল করে তা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিশেষ অবদান রাখে তাহলে প্রতিহিংসুক ব্যক্তি তার ক্ষতি করার অপচেষ্টা করে। প্রতিহিংসা তত্ত্ব মতে, পাশের মানুষটি সুখে থাকলে আমি অসুস্থ হয়ে যাই। আবার পাশের মানুষটি অসুস্থ থাকলে আমি রীতিমত সুস্থ বনে যাই। অনুন্নয়নের এসব কারণগুলো পাশ কাটানো প্রায় অসম্ভব হওয়ার দরুন আমরা সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

ওপরের আলোচনা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে আসার জন্যে একযোগে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি, জন্মহার হ্রাস, কৃষিতে ভর্তুকি, ঋণ সুবিধা প্রদান, পর্যটন খাতের বিকাশ, শিল্পায়নের পরিবেশ সৃষ্টি, রাজনীতিতে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, রাজনীতিবিদ ও আমলাদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির কঠোর প্রতিরোধ এবং সার্বিকভাবে দুর্নীতি দমন ইত্যাদি যেসব পদক্ষেপ আমাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারে তা সমান্তরালভাবে এবং দ্রুততার সাথে গ্রহণ করতে হবে। এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হলেই বাংলাদেশ নানামুখী সঙ্কট কাটিয়ে উন্নয়নের পথে ধাবিত হতে পারবে।

[লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]